"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার থেকে কারেন্ট (শক্তি) নিতে হলে সার্ভিসে লেগে থাকো, যে বাচ্চারা সবকিছু ত্যাগ করে সার্ভিসে লেগে থাকে, তারাই প্রিয় হয়, বাবার হৃদয়ে স্থান পায়"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের স্থায়ী খুশী কেন থাকে না, এর মুখ্য কারণ কি?

*উত্তরঃ - স্মরণের সময় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়, স্থির বুদ্ধি না থাকার কারণে খুশী থাকতে পারে না l মায়ার ঝড় দীপককে নাজেহাল করে দেয় l যতক্ষণ কর্ম, অকর্ম না হচ্ছে, ততক্ষণ স্থায়ী খুশী থাকতে পারে না, তাই বাচ্চাদের এই পরিশ্রম করতে হবে l

ওম্ শান্তি l ওম্ শান্তি যখন বলে তখন খুব উল্লাসের সঙ্গে বলে যে, আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ l এর অর্থ কতই সহজ l বাবাও বলবেন ওম্ শান্তি l দাদাও বলবেন ওম্ শান্তি l তিনি বলেন - আমি পরমাত্মা, ইনি বলেন আমি আত্মা l তোমরা সকলেই হলে নক্ষত্র l সমস্ত নক্ষত্রের বাবা তো চাই, তাই না l এমন গানও আছে যে, সূর্য, চাঁদ আর লাকি নক্ষত্র l তোমরা বাচ্চারা হলে মোস্ট লাকি নক্ষত্র l তার মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারে আছে l রাতে যেমন চাঁদের কিরণে কোনো নক্ষত্রের দ্যুতি হালকা হয়, কোনোটার আবার তীব্র l কেউ কেউ চাঁদের কাছে থাকে l নক্ষত্র তো l তোমরাও হলে জ্ঞান নক্ষত্র l ঝলমল করে, ভ্রুকুটির মাঝে ওয়ান্ডারফুল এক তারা l বাবা বলেন, এই নক্ষত্র (আত্মা) খুবই ওয়ান্ডারফুল l এক তো এত ছোটো বিন্দু, যার খবর কেউই জানে না l আত্মাই এই শরীরের দ্বারা পার্ট প্লে করে l এ বড়ই ওয়ান্ডার l তো বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারে আছে l কেউ এই রকম, কেউ আবার আরেক রি l বাবা সেই নক্ষত্রদের বসে স্মরণ করেন যারা খুব ঝলমল করে l যারা খুব ভালো সার্ভিস করে তারা কারেন্ট (শক্তি) পেয়ে যায় l তোমাদের ব্যাটারি ভরপুর হচ্ছে l তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তোমরা সার্চ লাইট পাও l বাবা বলেন, যে আমার কারণে সবকিছু ত্যাগ করে সার্ভিসে লেগে থাকে, সে আমার খুবই প্রিয় l সে আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয় l বাবা তো হৃদয় হরণ করেন, তাই না l দিলওয়ালা মন্দিরও তো আছে, তাই না l এখন এ কি দিলওয়ালা মন্দির নাকি যিনি হৃদয় হরণ করেন তাঁর মন্দির ! কার হৃদয় হরণ করেন? তোমরা তো দেখেছো তাই না l প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো বসে আছেন l অবশ্যই তাঁর মধ্যে শিববাবা প্রবেশ করেন আর তোমরাও দেখো যে - উপরে স্বর্গের স্থাপনাও আছে, নীচে বাচ্চারা তপস্যায় বসে আছে l এ তো ছোটো মডেল রূপে বানানো আছে l যারা খুব ভালো সার্ভিস করে তারা খুবই সাহায্যকারী l মহারথী, ঘোড়সওয়ার, পদাতিক এরা তো আছে, তাই না l এই মন্দির খুবই সঠিক স্মরণিক হিসেবে বানানো হয়েছে l তোমরা বলবে, এ হলো আমাদেরই স্মরণিক l তোমরা এখন আলোর সন্ধান পেয়েছো আর কোথাও জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন নেই l ভক্তিমার্গে তো মানুষকে যা শোনানো হয় তাই সত্য সত্য বলে দেয় l বাস্তবে এ হলো মিথ্যা, একেই সত্য মনে করে l এখন বাবা, যিনি হলেন সত্য, তিনি বসেই তোমাদের সত্যকথা শোনান, যাতে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও l বাবা তো তোমাদের কিছুই পরিশ্রম করান না l বৃক্ষের সম্পূর্ণ রহস্য এখন তোমাদের বুদ্ধিতে বসে গেছে l তোমাদের বোঝানো তো খুবই সহজ কিন্তু এতো সময় কেন লাগে? জ্ঞান বা অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে সময় লাগে না l পবিত্র হতেই সময় লাগে l মুখ্য হলো স্মরণের যাত্রা l এখানে তোমরা যখন আসো, তোমাদের মন বেশী থাকে স্মরণের যাত্রায় l ঘরে গেলে এতটা নেশা থাকে না l এখানে সকলেই নম্বরের ক্রমানুসারে রয়েছে l তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে বসে থাকলে বুদ্ধিতে এই নেশা থাকে যে - আমরা বাচ্চা আর ইনি হলেন বাবা l অসীম জগতের (বেহদের) বাবা আর আমরা বাচ্চারা বসে আছি l বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বাবা এই শরীরে এসেছেন l তিনি দিব্য দৃষ্টি দিচ্ছেন, সার্ভিস করছেন l তাই সেই এক এরই স্মরণ করা উচিত l আর কোনদিকেই বুদ্ধি যাওয়া উচিত নয় l সন্দেশীরা (যারা সূক্ষ্মলোকে ফরিস্তা রূপে গিয়ে বাবার সন্দেশ নিয়ে আসেন) সম্পূর্ণ রিপোর্ট দিতে পারেন - কার বুদ্ধি বাইরে বিভ্রান্ত হয়, কে কি করছে, কার ঝিমুনি আসে, সবই বলতে পারেন l

যে নক্ষত্ররা খুবই সার্ভিসেবল (সেবাপরায়ণ), বাবা তাদেরকেই দেখতে থাকেন l বাবার লভ থাকে তাই না! কারণ তারা এই স্থাপনায় সাহায্য করে l হুবহু আগের কল্পের মতো এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, অনেকবারই তা হয়েছে l এই ড্রামার চক্র তো চলতেই থাকে l এতে চিন্তা করার কোনো কথাই থাকে না l বাবার সাথে তো আছো, তাই না l তাহলে সঙ্গের রং তো লাগেই l চিন্তা কম হয়ে যায় l এই নাটক তো বানানোই আছে l বাবা তাঁর সন্তানদের জন্য স্বর্গের রাজধানী নিয়ে এসেছেন l তিনি কেবল বলেন, মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করো l এখন সুইট হোমে যেতে

হবে, যারজন্যে তোমরা ভক্তিমার্গে মাথা ঠুকতে কিন্তু একজনও যেতে পারতে না l এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো l অল্ফ (আল্লাহ)আর বে (বাদশাহী)l তোমরা বাবাকে স্মরণ করো আর ৮৪ জন্মের চক্রকে স্মরণ করো l আত্মা ৮৪ জন্মের চক্রের জ্ঞান পেয়েছে l রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে কেউই জানে না l তোমরাও তা জানো কিন্তু পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে l ভোরে উঠে তোমরা বুদ্ধিতে এই কথাই স্মরণে রাখো যে - আমরা ৮৪ র চক্র সম্পূর্ণ করেছি, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে তাহলেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে l এ তো সহজ, তাই না কিন্তু মায়া তোমাদের তা ভুলিয়ে দেয় l মায়ার তুফান আছে না, তা দীপকে নাজেহাল করে দেয় l মায়া খুবই দুস্তর, তার এতোটাই শক্তি যে বাচ্চাদের সব ভুলিয়ে দেয় l সেই খুশী স্থায়ী থাকে না l তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে বসো আর বসে বসে তোমাদের বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যায় l এ সবই হলো গুপ্ত কথা l যতই চেষ্টা করো না কেন, স্মরণ করতেই পারবে না l আবার কারোর বুদ্ধি নানাভাবে বিভ্রান্ত হয়ে তারপর স্থির হয়ে যায়, কারোর আবার চট্ করে স্থির হয়ে যায়, আবার কাউকে যতই বলো না কেন বুদ্ধিতে বসেই না l একেই মায়ার যুদ্ধ বলা হয় l কর্মকে, অকর্ম বানানোর জন্য কতো পরিশ্রম করতে হয় l ওখানে তো রাবণ রাজ্যই নেই তাই কর্ম - বিকর্মও হয় না l ওখানে মায়া থাকেই না যে বিকর্ম করাবে l এ হলো রাবণ আর রামের খেলা l অর্ধেক কল্প হলো রাম রাজ্য আর অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্য l দিন আর রাত l সঙ্গম যুগে কেবল ব্রাহ্মণরাই থাকে l এখন তোমরা ব্রাহ্মণরা বুঝতে পারছো যে, রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন শুরু হবে l ওই শূদ্র বর্ণেররা বুঝতেই পারে না l

মানুষ তো উচ্চঃস্বরে ভক্তি ইত্যাদির গান গায় । তোমাদের তো আওয়াজের ঊর্ধ্বে যেতে হবে । তোমরা তো তোমাদের বাবার স্মরণেই মস্তিতে থাকো । আত্মা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছে । আত্মা বুঝতে পারে যে এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে । ভক্তিমার্গে তো মানুষ শিববাবা - শিববাবা করে এসেছে । শিবের মন্দিরে শিবকে তারা অবশ্যই বাবা বলে । জ্ঞান তো তাদের কিছুই নেই । এখন তোমরা সেই জ্ঞান পেয়েছো । তিনি হলেন শিববাবা, তাঁর এই চিত্র, ওরা তো লিঙ্গকেই মনে করে । তোমরা তো এখন জ্ঞান পেয়েছো । ওরা তো লিঙ্গের উপর গিয়ে ঘটি করে জল ঢালে । এখন বাবা তো হলেন নিরাকার । নিরাকারের উপরে ঘটি করে জল দেবে তো তিনি কি বলবেন! সাকার হলে তবুও তো স্বীকার করবেন । নিরাকারের উপরে দুধ ইত্যাদি দিলে তিনি কি বলবেন । বাবা বলেন, দুধ ইত্যাদি যা তোমরা দাও তা তো তোমরাই পান করো, ভোগ ইত্যাদিও তোমরাই গ্রহণ করো । এখানে তো আমি সামনে বসে আছি, তাই না । আগে পরোক্ষভাবে করতেন আর এখন তা প্রত্যক্ষ, নীচে এসে নিজের পার্ট প্লে করছেন । সার্চলাইট দিচ্ছেন । বাচ্চারা মনে করে, মধুবনে বাবার কাছে অবশ্যই আসা উচিত । ওখানে আমাদের ব্যাটারি খুব ভালোভাবে চার্জ হয় । ঘরে তো পার্থিব নানা কারণে অশান্তিই অশান্তি লেগে আছে । এই সময় সমস্ত বিশ্বে অশান্তি । তোমরা জানো যে, এখন আমরা যোগবলের দ্বারা শান্তি স্থাপন করছি । বাকি এই পড়াতেই রাজত্ব পাওয়া যায় । পূর্ব কল্পেও তোমরা এই কথা শুনেছিলে, এখনো তোমরা তাই শুনছো । যা কিছুই অভিনীত হচ্ছে তা আবারও হবে । বাবা বলেন কতো বাচ্চা আশ্চর্যবৎ ভাগন্তি (চলে গেছে) হয়ে গেছে । আমাকে অর্থাৎ প্রিয়তমকে কতো স্মরণ করতে । এখন আমি এসেছি তবুও ছেড়ে চলে যায় । মায়া কেমন থাপ্পড় দিয়ে দেয় । বাবা তো অনুভাবী, তাই না । বাবার তো নিজের সম্পূর্ণ হিস্ট্রি মনে আছে । মাথায় টুপি, খালি পায়ে দৌড়াতেন, মুসলমানরাও খুবই ভালোবাসতো । তারা খুবই আদর - যত্ন করতো যেন শিক্ষকের সন্তান এসেছে বা গুরুর সন্তান এসেছে । তারা বাজরার রুটি খাওয়াতো । এখানেও বাবা পনেরো দিনের প্রোগ্রাম করেছিলেন রুটি আর ছাঁচ খাওয়ার । আর কিছুই তৈরী হতো না । অসুখ - বিসুখেও সকলের জন্য এটাই তৈরী হতো । কারোর কিন্তু কিছুই হয়নি । অসুস্থ বাচ্চারাও সুস্থ হয়ে যেত । তিনি দেখতেন, আসক্তি দূর হয়েছে কিনা যে এটা চাই না, এটা চাই । এই চাহিদাকে জমাদার বলা হয় । বাবা তো এখানে বলেন, চাওয়ার থেকে মৃত্যু ভালো । বাবাই জানতেন যে - বাচ্চাদের কি দিতে হবে । যা কিছু দিতে হবে তা তিনি নিজেই দিতেন । এই সম্পূর্ণ ড্রামা পূর্ব নির্মিত হয়ে আছে।

বাবা তোমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন না যারা বাবার কথাও বুঝতে পারো আবার বাচ্চাদের কথাও বুঝতে পারো, তারা হাত তোলো! তখন সবাই হাত তুলেছিলে । হাত তো চট করে তুলে ফেলো । বাবা যেমন জিজ্ঞেস করেন - লক্ষ্মী - নারায়ণ কে হবে? তখন সাথে সাথে হাত তুলবে। তারা অবশ্যই এই পারলৌকিক বাচ্চাকেও অ্যাড করবে, কেননা ইনি বাবা - মায়ের অনেক সেবা করেন । বাবা - মা একুশ জন্মের জন্য অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন । বাবা যখন বাণপ্রস্থে যায় তখন বাচ্চাদের দায়িত্ব হলো তাদের দেখাশোনা করার । তারা তখন সন্ন্যাসীর মতো হয়ে যান । এনার যেমন লৌকিক বাবা ছিলেন, বাণপ্রস্থ অবস্থা এলে তিনি বলেছিলেন, আমি বেনারসে গিয়ে সৎসঙ্গ করবো, আমাকে ওখানে নিয়ে চলো । (এই ইতিহাস শুনিও) তোমরা হলে ব্রাহ্মণ প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী । প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন গ্রেট - গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার । মনুষ্য সৃষ্টির সবথেকে প্রথম পাতা । এনাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় না । ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শংকরও জ্ঞানের

সাগর নন । শিববাবা হলেন অসীম জগতের বাবা, তাই তো তাঁর থেকে অবিনাশী উত্তরাধীকার পাওয়া উচিত, তাই না । সেই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা কখন, কিভাবে এলেন, আমরা তাঁর জয়ন্তী পালন করি, এ তো কেউই জানে না । ইনি তো গর্ভে আসেন না । তিনি আমাদের বোঝান যে, আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি, এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মের বাণপ্রস্থ অবস্থায় । মানুষ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে তখন তার বাণপ্রস্থ অবস্থা বলা হয় । তাই বাবা এখন তোমাদের বলেন - বাচ্চারা, তোমরা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছো, এ হলো তোমাদের অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম । হিসাব তো তোমরা জানো, তাই না । আমি তো এনার মধ্যে প্রবেশ করি । আমি কোথায় এসে বসি, যেখানে এনার আত্মা থাকে, তার পাশে এসে বসি । গুরুরা যেমন তাদের শিষ্যদের নিজের পাশে বা কোলে বসায় । এনার স্থানও এখানে, আমার স্থানও এখানেই । আমি বলি, হে আত্মারা, তোমরা মামেকম্ স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপী বিনাশ হয়ে যাবে । তোমাদের তো মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে । এ হলো রাজযোগ । নতুন দুনিয়ার জন্য অবশ্যই রাজযোগের প্রয়োজন । বাবা বলেন যে, আমি এসেছি আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন লাগাতে । গুরুরা তো অনেকেই আছে কিন্তু সদ্গুরু একজনই । তিনিই সত্য । বাকি তো সবই মিথ্যা ।

তোমরা জানো যে, এক হলো রুদ্র মালা, দ্বিতীয় হলো বিষ্ণুর বৈজয়ন্তী মালা । এরজন্য তোমরা পুরুষার্থ করো, বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমরা মালার দানা হতে পারবে । যেই মালা নিয়ে তোমরা ভক্তিমার্গে স্মরণ করো অথচ কিছুই জানো না যে এই মালা কার, উপরে ফুল কে, এরপর মেরু কি আর দানাই বা কারা? মানুষ মালায় স্মরণ করে অথচ কিছুই বুঝতে পারে না । এমনিই রাম - রাম বলে মালা জপ করতে থাকে । তারা রাম - রাম বলতে থাকে আর মনে করে সব রামই রাম । সর্বব্যাপী কথার অন্ধকার এখান থেকেই নির্গত । মানুষ মালার অর্থই জানে না । কেউ বলে ১০০ মালা জপ করো.... এতো মালা জপ করো । বাবা তো অনুভাবী, তাই না । তিনি ১২ জন গুরু করেছিলেন, তাঁর কাছে ১২ জনের অনুভব আছে । এমন অনেকেই আছেন যাদের নিজের গুরু থাকা সত্ত্বেও অন্যের কাছে যায় যাতে কিছু অনুভব পাওয়া যায় । মালা ইত্যাদি জপ করতে থাকে । এ হলো সম্পূর্ণ অন্ধশ্রদ্ধা । মালা সম্পূর্ণ করে ফুলকে নমস্কার করে । শিববাবা তো ফুল, তাই না । তোমরা অনন্য বাচ্চারাই মালার দানা হও । এরপর তোমাদের স্মরণই চলতে থাকে । ওরা কিছুই জানে না । ওরা তো কেউ রামকে, কেউ কৃষ্ণকে স্মরণ করে, অর্থ কিছুই বোঝে না । শ্রীকৃষ্ণ স্মরণম বলে দেয় । এখন তিনি তো ছিলেন সত্যযুগের প্রিন্স । তাঁর স্মরণ কিভাবে নেবে । স্মরণ তো বাবার নেওয়া হয় । তোমরাই পূজ্য আবার পূজারী হও । তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছো তাই শিববাবাকে বলো, হে ফুল আমাদেরও তোমার সমান বানাও । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কোনো প্রকারের চাহিদা রাখবে না । আসক্তির অবসান করতে হবে । বাবা যা খাওয়াবেন..... তোমাদের প্রতি বাবার নির্দেশ হলো, চাওয়ার থেকে মরণ ভালো ।

২) বাবার সার্চলাইট নেওয়ার জন্য এক বাবার প্রতি সত্যিকারের প্রেম রাখতে হবে । বুদ্ধিতে এই নেশা যেন থাকে যে, আমরা বাচ্চা, উনি বাবা । তাঁর সার্চলাইটেই আমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে ।

বরদানঃ- দয়ার ভাবনার দ্বারা নিমিত্ত হয়ে সেবা করে সর্ব বন্ধনমুক্ত ভব

বর্তমান সময়ে যখন সকল আত্মা ক্লান্ত হয়ে, নিরাশা হয়ে মার্সি যাঞ্চা করতে থাকে, তখন তোমরা দাতার বাচ্চারা তোমাদের ভাই-বোনের প্রতি দয়াবান হও। যে যত খারাপই হোক, তার প্রতিও দয়ার ভাবনা থাকবে। তাহলে কখনও ঘৃণা, ঈর্ষা বা ক্রোধের ভাবনা আসবে না। দয়ার ভাবনা সহজেই নিমিত্ত ভাব ইমার্জ করে দেয়, বন্ধনের (অ্যাটাচমেন্ট) কারণে দয়া নয়, বরং সত্যিকারের দয়া-ভাব বন্ধনমুক্ত বানিয়ে দেয়। কারণ সেখানে দেহ ভাব থাকে না।

স্লোগানঃ- অপরকে সহযোগ দেওয়াই হলো নিজের খাতা জমা করা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;